জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ সংখ্যা ০৪ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

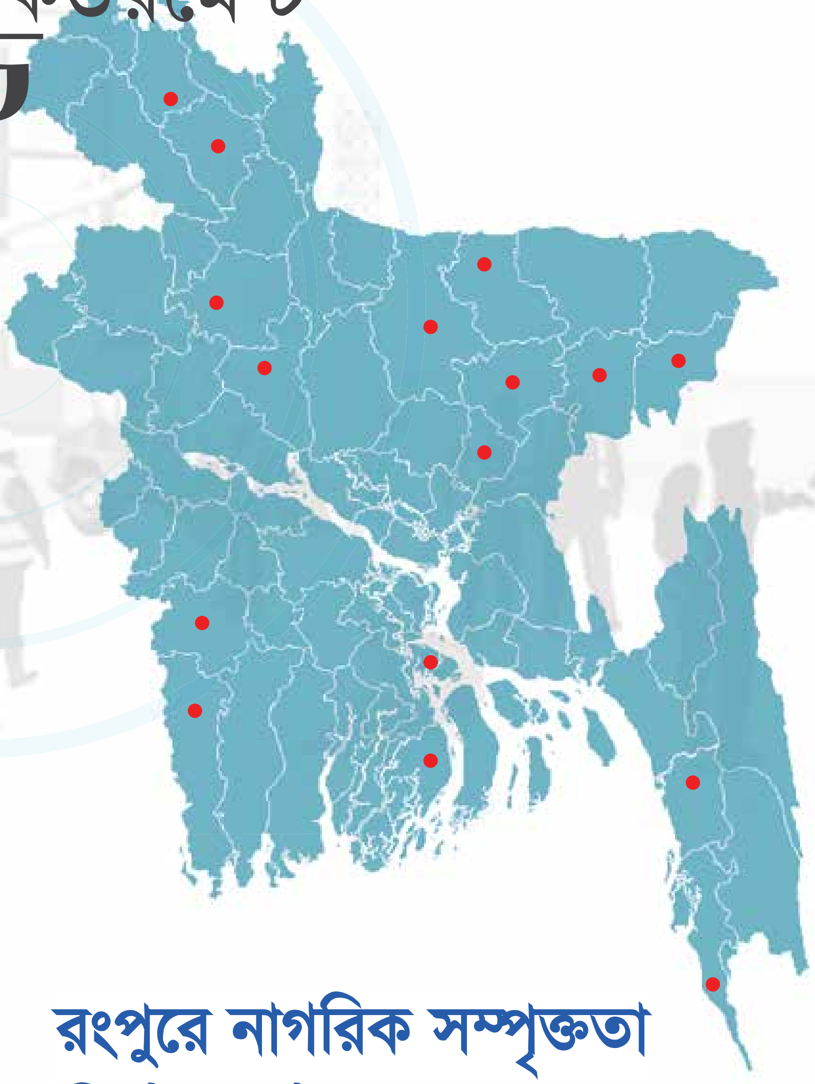

এক নজরে

০২ রাজশাহীতে বিভাগীয় কর্মশালা

০২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

০৩ মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326

info@bigd.bracu.ac.bd

http://bigd.bracu.ac.bd

রংপুরে নাগরিক সম্পৃক্ততা শীর্ষক কর্মশালা

গত ১১ জুলাই ২০১৯ বৃহস্পতিবার রংপুরে আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর বেগম রোকেয়া হলে বিভাগীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এটি ছিল ডিম্যাপ প্রকল্পের অধীন সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক প্রথম কর্মশালা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাগরিক ও অংশীদারদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা ছিল এই কর্মশালার উদ্দেশ্য।

সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, এনজিওকর্মী, গণমাধ্যম কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সিপিটিইউ-এর পরিচালক (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) শীষ হায়দার চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার শুরু হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়জুল্লাহ, এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব মোঃ আলী নূর এবং রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছাড়াও কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন রংপুরের জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল কবীর, বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার সেলিনা আজিজ।

দিনব্যাপী কর্মশালার প্রথম পর্বে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার অগ্রগতি বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন বিআইজিডির নাগরিক সম্পৃক্ততা কম্পোনেন্ট এর দলনেতা ড. মির্জা হাসান। এই পর্বের শেষাংশে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারীরা। দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পেশাভিত্তিক কিছু দল তৈরি করা হয়। এই পর্বে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। এই সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে নাগরিকদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়গুলোও তুলে ধরেন তাঁরা।

পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিআইজিডির কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্ট কবিতা চৌধুরী।

রাজশাহীতে বিভাগীয় কর্মশালা

সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে ডিম্যাপের দ্বিতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সোমবার শহরের পদ্মা হাউজিং এস্টেটের কনফারেন্স হলে আয়োজিত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইজিডির প্রোগ্রাম ম্যানেজার সেলিনা আজিজ।

কর্মশালার প্রধান অতিথি সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব মো. আলী নূর এবং বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. জাকির হোসেন ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপিটিইউ-এর পরিচালক (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) শীষ হায়দার চৌধুরী। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক।

সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নাগরিক কীভাবে ভূমিকা রেখে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন বিআইজিডির দলনেতা ড. মির্জা হাসান। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ডিম্যাপ প্রকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন এবং উপস্থিত অতিথি ও বিশেষজ্ঞদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

মধ্যাহ্নবিরতির পর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দলগত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় নাগরিক, টেন্ডারার এবং সরকারি কর্মকর্তা- এমন দলে ভাগ করা হয়। দলীয় আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

সিপিটিইউ-এর প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক মোস্তা গাউসুল হক কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন ।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ডিম্যাপ প্রকল্পের অধীন সরকারি-বেসরকারি অংশীদার কমিটির (পিপিএসসি) ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২২ আগস্ট ২০১৯। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রী ও পিপিএসসি চেয়ারম্যান এম. এ. মান্নান এমপি এই সভার সভাপতিত্ব করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমই বিভাগের সিপিটিইউ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর যৌথ আয়োজনে আয়োজিত সভাটি পরিচালনা করেন সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক ও পিপিএসসির সদস্য সচিব মো. আলী নূর।

সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী ও পিপিএসসি চেয়ারম্যান এম. এ. মান্নান এমপি বলেন, সরকারি ক্রয়ে 'ভ্যালু ফর মানি' নিশ্চিত করতে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয়-হ্রাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করার নির্দেশনা দেন তিনি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর

জোর দেন মন্ত্রী। অতীতে মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করতে পারেননি এমন ঠিকাদারদের কালোতালিকাভুক্ত করতে নির্দেশ দেন তিনি। বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকদের সরাসরি যুক্ত থাকার ব্যাপারেও মন্ত্রী জোরারোপ করেন।

লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. শহিদুল হক বলেন, সরকারি ক্রয়ে মান নিশ্চিত করা ও ব্যয় কমানোতে মনোযোগী হতে হবে। এই প্রকল্পের আওতায় যে সব কর্মকান্ড হাতে নেওয়া হয়েছে সেটি টেকসই হতে হবে, না হলে মান ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়জুল্লাহ, বলেন সরকারি ক্রয়ের ব্যাপারে নারীদের আরো বেশি সচেতন করে তুলতে পারলে, তাঁরাও নাগরিক সম্পৃক্ততায় আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন ।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চিন্তাবিদ, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে পিপিএসসি গঠন করা হয়। এই কমিটির ত্রয়োদশ সভায় সকলে ডিম্যাপ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা, বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেন। নাগরিক সম্পৃক্ততা তৈরিতে চলমান প্রচেষ্টা নিয়ে বিআইজিডির নাগরিক সম্পৃক্ততা কম্পোনেন্ট-এর দলনেতা ড. মির্জা হাসানের উপস্থাপনার পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সভায় অংশগ্রহণকারীরা।

২০১৯ এর ডিসেম্বরে পিপিএসসির চতুর্দশ সভার সময় নির্ধারণের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি

সরকারি কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততার সুফল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত এই সম্পৃক্ততা শুধু রাস্তা ও ভবন নির্মাণে সীমাবদ্ধ ছিল। সারা দেশ থেকে নানা অনিয়মের অনেক অভিযোগ এসেছে। এই অভিযোগগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হলো- নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, দেওয়াল প্রয়োজনমতো না ভেজানো কিংবা স্থাপনার দেওয়ালকে প্রয়োজনমাফিক চওড়া না করা ইত্যাদি। সব অভিযোগই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে নির্ধারিত মান নিশ্চিতের জন্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

এ বছরের ২৯ জুলাই ধুনটের জরশিমূলের এক নাগরিক আমাদের ফিল্ড অফিসারদের কাছে অভিযোগ করেন রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সচেতন নাগরিক সরেজমিনে বিষয়টি দেখারও অনুরোধ জানান। পরদিন ফিল্ড অফিসাররা নির্মাণস্থলে গেলে ৩০-৩৫ স্থানীয় নাগরিক জানান, তাঁদের একমাত্র দাবি- রাস্তার কাজে ভালো মানের ইট ব্যবহার হোক। এরই মধ্যে নাগরিকেরা এলজিইডি প্রকৌশলীকে বিষয়টি সম্পর্কে জানান। প্রকৌশলী তৎক্ষণাৎ সাব সহকারী প্রকোশলীকে পাঠিয়ে বিষয়টি তদন্তের জন্য পাঠান। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ফল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলী রাস্তার কাজে ঐ ইট ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেন এবং ৫ ট্রাক ইট ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ঐ রাস্তার কাজে ভালো মানের ইট ব্যবহার করা হয়েছে।

কর্মকান্ড	১০ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত
এলইজিডি থেকে যোগাযোগ তালিকা সংগ্রহ	৮০
গ্রুপ তৈরি	৫১
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	৫১
সাইট মিটিং	৫১
নাগরিকের অভিযোগ	৫২ (নাগরিক গ্রুপ ৪১ + সাধারণ নাগরিক ১১)

কক্সবাজার জেলার ঢেমুসিয়ার মুছারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্যোগ মোকাবিলা কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ করেন নাগরিক গ্রুপের এক সদস্য। এখানে বেসমেন্টের বালুর পরিবর্তে মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছিল। এই মাটি আবার বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে তোলা হয়েছিল।

আমাদের ফিল্ড অফিসার সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ পান এবং ছবি ও ভিডিও সহযোগে উপজেলা প্রকৌশলীকে জানান। উপজেলা প্রকৌশলী, সাব সহকারী প্রকৌশলী সাইট পরিদর্শনে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেন এবং ঠিকাদারকে বেসমেন্ট ঢালাইয়ের ভরাট কাজে মাটির পরিবর্তে বালু দিয়ে ভরাট করার নির্দেশ দেন। ঠিকাদার স্কুল মাঠের খননকৃত অংশটি পুনরায় ভরাট করে দেবেন বলে মুচলেকা প্রদান করেন। ২৭ শে জুলাই ২০১৯ তারিখে সাইট পর্যবেক্ষণে গিয়ে আমাদের ফিল্ড অফিসার দেখেন অভিযোগের মীমাংসা হয়েছে।

কাটাবাড়িরডাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারাগঞ্জ, রংপুর-এর বেজ ঢালাই। নাগরিক দলের সদস্যগণ শুরু থেকে শেষ ঢালাই কাজের সঙ্গে থাকেন।

সিরাজগঞ্জের রাণিগঞ্জ উপজেলার নাগরিক দলের সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন।

সরকারি ক্রয়ে নারিকেরা যুক্ত হচ্ছেন স্বপ্রণোদিত হয়ে।

ধুনট উপজেলার রাস্তা সংস্কার বিষয়ে নাগরিক দলের দসদ্যদের ওরিয়েন্টেশন।